24

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা 1 কলাম 8

এসএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়

৪ শিক্ষকের দায়িত্বহীনতার জন্য ৫৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর চরম ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার ফল নিয়ে একের পর এক বিপর্যয় ঘটার পিছনে বোর্ড কর্তৃপক্ষের সীমাহীন গাফিলতি এবং পরীক্ষকদের চরম দায়িত্বহীন আচরণই দায়ী। তাড়াহুড়ো করে ফল প্রকাশ করতে গিয়েও মারাত্মক বিভ্রাটের সৃষ্টি হচ্ছে। মাত্র চার জন শিক্ষকের ভুলের কারণেই এবার ৫৪ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থীর ইংরেজী ২য় পত্রের নম্বরে বিপর্যয় ঘটেছিল।

ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ৫৪ হাজার পরীক্ষার্থীর কেউই যে এবার ইংরেজী ২য় পত্রে ৩৮-এর বেশি নম্বর পায়নি তার জন্য দায়ী হচ্ছেন মাত্র চার জন শিক্ষক। এঁদের ওপর ইংরেজী ২য় পত্রের ৪ সেট প্রশ্নের (ক, খ, গ, ঘ) সঠিক উত্তরপত্র তৈরির দায়িত্ব ছিল। কিন্তু 'খ' সেটের প্রশ্নের উত্তরপত্র তৈরির সময় তাঁরা ১১টি প্রশ্নের ভুল উত্তর চিহ্নিত করেছিলেন উত্তরপত্রে। এ ভুল উত্তরপত্রের ভিত্তিতেই কম্পিউটারে ৫৪ হাজার পরীক্ষার্থীর ইংরেজী ২য় পত্রের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। যার ফলে ৫৪ হাজার ছাত্রছাত্রী ইংরেজী ২য় পত্রে

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

৪ শিক্ষকের দায়িত্ব

(প্রথম পাতার পর)

প্রত্যাশিত নম্বর পায়নি।

ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়ার চার জন শিক্ষককে এবার ইংরেজী ২য় পত্রের মডেল উত্তরপত্র তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এঁরা হচ্ছেন রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ এএসএম মোয়াররফ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক সোলায়মান মিয়া, পাবনার কাশিনাথপুর আবদুল লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ফজলুল হক ও কুষ্টিয়ার চাঁদ সুলতানা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস আসমা বেগম। সাধারণত একজন শিক্ষক প্রথমে উত্তরপত্র তৈরির পর বাকি তিন জন মিলে আবার তা পুনর্নিরীক্ষণ করার কথা। কিন্তু ইংরেজী ২য় পত্রের 'খ' সেটের প্রশ্নের উত্তরপত্র তৈরির সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ মনে করছেন। জানা গেছে, পরীক্ষার ফল নিয়ে এত বড় বিপর্যয়ের পরও বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন না। কারণ বোর্ডের হাতে সে রকম ক্ষমতা নেই। এ চার শিক্ষককে কেবল এক বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করতে পারে ঢাকা বোর্ড, যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালন না করতে পারেন। জানা গেছে, ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাতে পারেন।

এদিকে ভুক্তভোগী অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা বোর্ড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনেছেন। বার বার এ ভুলের ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরও তাঁরা বিষয়টি গ্রাহ্য করেননি বলে অভিভাবকরা জানান। পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখির পরই কেবল মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন তাঁদের ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য। ফল প্রকাশের দীর্ঘ এক মাস পর ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভুল সংশোধনে উদ্যোগী হন।

ঢাকা বোর্ডে এখন ৫৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর ইংরেজী ২য় পত্রের উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের কাজ চলছে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর সংশোধিত ফল প্রকাশ করা হবে। সংশোধিত ফল প্রকাশের পর মেধা তালিকায় বড় ধরনের রদবদল ঘটবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ২৭ সেপ্টেম্বর বোর্ড অফিসে এসে ছাত্রছাত্রীদের পুরনো মার্কশীট জমা দিয়ে সংশোধিত মার্কশীট সংগ্রহ করতে বলেছেন।

ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ওপর মহলের চাপে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাহুড়ো করে ফল প্রকাশ করতে গিয়েই প্রতিবছর ফল নিয়ে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। এ ছাড়া অনেক পরীক্ষক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রে নম্বর না পাঠানোয় ফল প্রকাশে বিঘ্ন ঘটছে। ঢাকা বোর্ডের চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতা ও নম্বর ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কম্পিউটার কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনেক কলেজ এ নির্দেশ পালন করেনি। ফলে এবার এইচএসসি পরীক্ষার ফল তৈরি করতে গিয়ে প্রথমে বিলম্ব এবং পরে তাড়াহুড়োর কারণে ফল প্রকাশে একই ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।